

ফ্রেটপদ ফর কর্পোরেট লিডারশিপ অ্যান্ড ক্যারিয়ার পাথ

‘শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীরা যেভাবে ক্যারিয়ারে
কৌশলগত উপায়ে সামনে এগিয়ে যাবেন’

মোহাম্মদ সাইফ নোমান খান

সহযোগী অধ্যাপক

ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



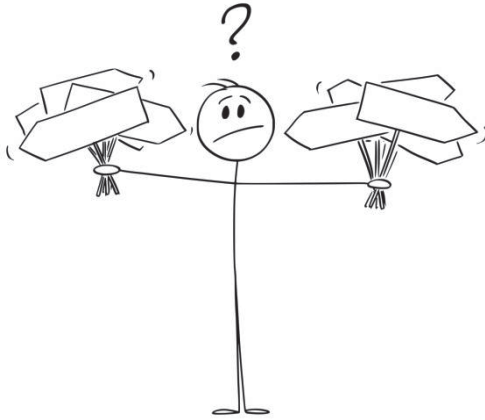
আদ্যাপকা

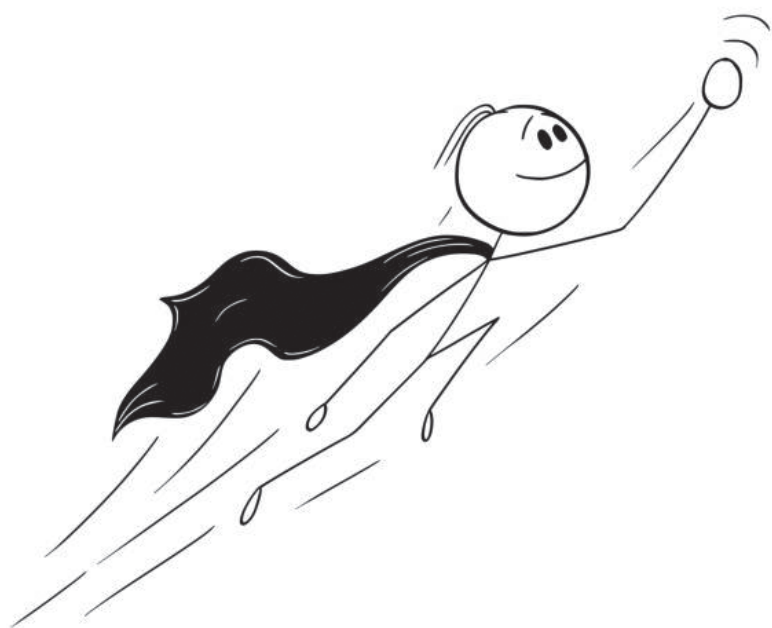
উৎসর্গ

আগামীর এন্টারপ্রেনার ও ইন্টারপ্রেনার, যাদের হাত ধরে
এগিয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

অধ্যায় এক :	নিজেকে চিনুন, জানুন-শুনুন	২৯
অধ্যায় দুই :	নিজেকে এগিয়ে নিতে শিখুন	৩৫
অধ্যায় তিন :	নেতৃত্বের বিকাশ	৪২
অধ্যায় চার :	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৫৫
অধ্যায় ৫ :	যোগাযোগ দক্ষতা	৬৩
অধ্যায় ৬ :	দক্ষ নির্বাহী হওয়ার কৌশল	৭৯
অধ্যায় ৭ :	দক্ষতা বিকাশ	৮৯
অধ্যায় ৮ :	নেগোসিয়েশন	৯৪
অধ্যায় ৯ :	ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স	১০৩
অধ্যায় ১০ :	পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং	১১৯
অধ্যায় ১১ :	আজই শুরু করুন	১২৩





ভূমিকা

কর্পোরেট পেশাজীবী নিজেকে তৈরি করতে তরুণ শিক্ষার্থীদের অনেক স্বপ্ন থাকে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সরাসরি হাতেকলমে শেখার সুযোগ অনেকটাই সীমিত। কী শিখতে হবে, কীভাবে শিখতে হবে - তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের জানার সুযোগ অনেক কম। আবার যারা তরুণ পেশাজীবী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন তারাও থাকেন দ্বিধায়। অথচ পরিকল্পনা, পেশাগত কোনো লক্ষ্য অর্জন ও কার্যকর কৌশলের মাধ্যমে নিজেকে আমাদের তরুণেরা সামনে এগিয়ে নিতে পারে। এই বইটি আসলে অনেক বিষয়ের একটি সংকলন মাত্র। যেখানে কী করা প্রয়োজন এই বিষয়টি তুলে ধরার চেয়ে, কীভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে, কীভাবে কৌশল শিখতে হবে, কীভাবে সমস্যা বা সংকট, নানান নেতিবাচক পরিবেশ-অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমাধান করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউয়ের মে ২০২০ সংখ্যা জানাচ্ছে, করোনাভাইরাস - পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক পেশার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ নানা পরিবর্তন আসবে। সেই পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে না নিতে পারলে তরুণ পেশাজীবীসহ যারা পেশাজীবনে মধ্যবর্তী সময় আছেন তাদের এক ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে। অনিশ্চয়তা আর ভবিষ্যতের কথা গুরুত্ব দিয়েই আগামী সময়ের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে জলদি।

সামনে নিজেকে বহুমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যখন আমরা আসলেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বা সময় নিয়ে কথা বলি তখন ভাবতে হবে নানান মাত্রায়। আমরা সামনে যা করব তাই যে সঠিক হবে তা ভেবে নেওয়াটা ঠিক নয়। ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা থাকবে। এ ক্ষেত্রে সামনের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে নানাভাবে। আমাদের সম্ভাব্য কয়েকটি ক্ষেত্র তৈরি করে রাখার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আপনি যদি মার্কেটিংয়ে কাজ করেন তাহলে আপনি সেলস কিংবা ব্র্যান্ডিং বিষয়ে নতুন কি সুযোগ আসবে সামনে সেগুলো খোঁজ করা শুরু করুন। কিংবা অতীতের অভিজ্ঞতাকে আরেকটু ভেঙে ভেঙে যেসব ক্ষেত্রে সামনে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ আছে সে বিষয়গুলোকে একটু গুরুত্ব দিন। নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পেশায় আটকে না রেখে অনিশ্চয়তাকে বাস্তবতা ভেবে তৈরি হোন দ্রুত।

কী ধরে রাখবেন আর কী ছেড়ে দেবেন তা বুঝুন। পেশাজীবনে নানান সময়ে নানান

কারণে পরিবর্তন আসতে পারে। করোনা - পরবর্তী সময়ে যদি ক্যারিয়ারের সেই ধরনের পরিবর্তন আসে, এ ক্ষেত্রে কোন কাজটি করতে হবে কিংবা কোন কাজটি ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন তা আগে থেকে অনুধাবন করা শিখতে হবে। প্রয়োজনে অনলাইন থেকে তথ্য নিন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিন। সামনে কী হচ্ছে, কী হবে সে সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। বর্তমানের চাকরি বা পেশা ঝাঁকির মধ্যে পড়তে পারে। কী ধরে রাখবেন, কী ছেড়ে দেবেন তা বুঝতে হবে।

ক্যারিয়ার নিয়ে কোনোভাবেই আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। হতাশার মধ্য দিয়ে ভুল কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এবং সেভাবে নিজের পেশাজীবনকে রক্ষা করে চলতে হবে। সামান্য সময়ের জন্য হয়তো বা স্ববিধতা দেখা যেতে পারে। সেই সময়ে পরবর্তী সময়ের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। কোনোভাবেই নৈতিক ও মানসিক অবস্থানকে দুর্বল করা চলবে না।

নিজের সৃজনশীলতার মাধ্যমে সুযোগ আবিষ্কার ও তৈরি করতে হবে। যারা পেশাজীবনে সফল সেসব মানুষ সব সময় নিজেকে কোন কাজের জন্য উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে কোন কাজ করবেন, সে কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন কিনা?-সে বিষয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকেন। এবং সেভাবে নিজের দক্ষতা ও পেশাদার সম্পর্ক তৈরি করেন। করোনাকালীন সময়ে নিজেকে নতুন নতুন কাজে সংযুক্ত করার চেষ্টা করুন। অনলাইন নেটওয়ার্কিং সাইট লিংকডইনসহ অন্যান্য পেশাজীবীর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিজের দক্ষতাগুলো প্রকাশ করুন। আসছে সময়ের জন্য নতুন কিছু শিখতে পারেন এখনই। আপনি যে পেশায় আছেন সেই



পেশারও কিছু টেকনিক্যাল দক্ষতাগুলো যদি আরও বাড়াতে পারেন তাহলে আপনি হয়তোবা সামনে কিছুটা দ্রুত সমস্যা বা সংকট, নানান নেতিবাচক পরিবেশ-অপ্রত্যাশিত ঘটনা থেকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কোথায় সুযোগ আছে তা জানার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি বা কৌশল শেখায় নিজেকে যুক্ত করুন। নতুন কোনো ব্যবসা বা পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করুন। একটা বিষয় বলা যায়, যেকোনো আপদকালীন পরিস্থিতির পরে নতুন নতুন কিছু কাজের সুযোগ তৈরি হয়। যারা সুযোগগুলো আগেই গ্রহণ করতে পারে তারাই আসলে পরবর্তী সময়ে পেশাজীবনে নিজেকে সামনে এগিয়ে নিতে পারে।

নিজের সুপ্ত সংযোগ ও সম্পর্কগুলোকে সক্রিয় করতে চেষ্টা করতে হবে। আমরা সাধারণত পেশাজীবনে সেসব সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দেই যা আমাদের খুব কাজে লাগে। অনেক সম্পর্কে দূরের কিছু সম্পর্ককে আমরা খুব একটা গুরুত্ব দেই না। যেহেতু এখন একটি পরিবর্তিত সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা, এ সময়ে আপনার নেটওয়ার্কের যে সুপ্তসংযোগগুলো আছে যাদের সঙ্গে অনেক দিন যোগাযোগ নেই বা ভিন্ন কোনো পেশার ব্যক্তি আছেন তাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কগুলো পুনরায় সক্রিয় করুন। ফোন করতে পারেন, ই-মেইলে যোগাযোগ স্থাপন করুন। আপনার বিপদের কথা, বুঁকির কথা তাদের সঙ্গে সুযোগ বুঝে জানানোর চেষ্টা করুন। নিজেকে যতটা সম্ভব উন্মুক্তভাবে সেসব সংযোগে স্থাপন করে তাদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরি করুন।

যেকোনো সংকটকালীন পরিস্থিতির পরে নতুন সুযোগ নতুন উদ্যোগের সম্ভাবনা তৈরি করে। সংকটকালীন সময়ের মধ্যেই আসলে পেশাজীবীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়। উদ্দেশ্যহীনতায় আমাদের যেমন হতাশা তৈরি না হয় সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। হতাশার কারণে আমরা যেন আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং পেশাদার নৈতিকতা সম্পর্কে দুর্বল হয়ে না পড়ি তা খেয়াল করুন। চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি মুহূর্তে নতুন সুযোগ আবিষ্কারের জন্য ব্যয় করা কিংবা বর্তমানকেই নতুন সুযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে, চেষ্টা করতেই হবে। যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় দারুণ কাজে আসবে বলে মনে করছি।

আপনার প্রভাবশৈলী মূল্যায়ন করুন

এই কুইজটি আপনার ব্যক্তিগত আচরণের ছাপের প্রকৃতি জানতে সহায়তা করবে। এই কুইজ আপনার নিজের প্রভাব ও নেতৃত্বের শৈলী নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এখানে কোনো ঠিক বা ভুল উত্তর নেই। আপনি স্বাভাবিকভাবে কী করবেন এমন উত্তরটি বেছে নিন।

১. যখন আপনি কোনো মিটিংয়ের জন্য হাজির হন, তখন আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ :

- আপনি সময়সূচি মেনে চলুন। মিটিংয়ের বিষয় অনুসারে মিটিং চালিয়ে যেতে থাকেন।
- আপনি নিশ্চিত করেন যে মিটিংয়ে উপস্থিত সব ব্যক্তির আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে
- আপনি আলোচনাকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দিন, এবং অপেক্ষায় থাকেন ফলাফলের জন্য



২. আপনি যদি কোনো আলোচনায় নেতৃত্ব দেন, এবং আপনি অন্য ব্যক্তিকে আধিপত্য প্রকাশ করতে দেখেন, আপনি কী করবেন :

- আলোচনায় অংশ নিতে অন্যকে আমন্ত্রণ জানান।
- আশা করেন যে ব্যক্তিটি আপনার কাছ থেকে ইঙ্গিত পাবে ও কথা বলা বন্ধ করবে।
- ব্যক্তিকে বলেন যে, আপনি আলোচনায় অন্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে চান।

৩. আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে দেরিতে পৌঁছেছেন এবং দেখেন যে দায়িত্বে

থাকা দুই নবীন সহকর্মী বা ব্যক্তি মিটিং রুম ঠিকভাবে সেট করেননি, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। আপনি কী করবেন :

- দেরি হয়ে গেছে কেন তার জন্য কৈফিয়ত নেবেন।
 - সহকর্মীদের একপাশে ডেকে বলবেন কী করতে হবে।
 - তাদের জিজ্ঞাসা করুন যে, মিটিংরুম সেটআপ করতে কী কী লাগবে, কীভাবে দ্রুত সমস্যা সমাধান করা যাবে।
৪. আপনার সহকর্মী কাগজপত্র তৈরি করতে ক্রমাগত ভুলে যায়। আপনি কী করবেন :
- কাজ করতে পারে এমন অন্য কাউকে খুঁজবেন।
 - কী ঘটছে সে সম্পর্কে সচিবকে জিজ্ঞাসা কনবেন এবং সাহায্য করার প্রস্তাব দেবেন।
 - সহকর্মীকে আরও চেষ্টা করতে বলবেন।
৫. আপনি নতুন কাউকে আপনার দলে নেতা হিসেবে যোগ দিতে বলেছেন। তাদের নতুন ভূমিকা শুরু করার জন্য আপনি কী করবেন :
- নিশ্চিত করবেন যে, নতুন নেতৃত্বের কাজের সুযোগ আছে।
 - নতুন ভূমিকায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেবেন।
 - নিশ্চিত করুন যে, নতুন সদস্য খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তার কাছ থেকে কী আশা করা হচ্ছে।
৬. কোনো মিটিংয়ের সময়সূচি পরিবর্তন হলে আপনি কী করবেন :
- পরিবর্তন সম্পর্কে সবাইকে দ্রুত অবহিত করবেন, কারও কোনো প্রশ্ন থাকলে তাদের উত্তর দেবেন।
 - নতুন সময় ও পরিবর্তনের কারণে ব্যাখ্যা করে একটি ই-মেইল পাঠাবেন।
 - অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে সরে পড়বেন।

৭. আপনি অন্য কোনো দলের মিটিংয়ে অংশ নিলে তরুণ নেতাদের একজন আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আপনি কী করবেন :
- আপনি কেন আপনার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন
 - কেন আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলো এই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করবেন
 - সিদ্ধান্তের নানান দিক আলোচনা করে নতুন বিষয়কে গ্রহণের কথা বলবেন
৮. আপনি জেনেছেন যে, আপনার দলের একজন সদস্য প্রকাশ্যে আপনার নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন। আপনি কী করবেন :
- দলের সদস্য কেন সমালোচনা করছে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি মিটিং সেট করুন
 - সমালোচক সদস্য আপনার কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
 - অবিলম্বে সেই সদস্যের সঙ্গে দেখা করুন, তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করুন
৯. আপনি দলকে যেভাবে পরিচালনা করতে চান সেভাবে আপনার অফিসের বস একমত পোষণ করেন না। আপনি কী করবেন :
- একটু সময় দেবেন এবং দেখবেন বসের কথা পরিবর্তন হয় কিনা
 - বিকল্পের পরামর্শের খোঁজ করুন যা কাজ করবে
 - আপনাকে বিশ্বাস করা দরকার বলে আপনার বসকে বোঝাবেন
১০. অন্যদের প্রভাবিত করে এমন একটি সমস্যার সমাধান করার সময়, আপনি কী করবেন :
- সমস্যা, সমাধান ও বাস্তবায়নে দলের সব সদস্যকে সংযুক্ত করবেন
 - সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন, সমাধানে সবাইকে একমত করার চেষ্টা করবেন
 - দলের সব ব্যক্তিকে সমস্যার অংশ হিসেবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করার চেষ্টা করবেন

১১. আপনি নতুন কোনো দায়িত্ব পেলে কী করেন :

- পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন
- নতুন নতুন বিষয় পরীক্ষা করেন
- বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন

১২. কোনো নতুন কিছু পরিকল্পনা করার জন্য আপনি কী করবেন :

- দলের সদস্যদের নিজস্ব গতিতে কাজ করার সুযোগ দেন
- নিজের ভাবনা জোর করে চাপিয়ে দেন
- সময় নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন।

১৩. আপনার দলের দুই সদস্যের মধ্যে মতামতের পার্থক্য দেখা দিলে, আপনি কী করবেন :

- মতামতের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করবেন
- দুজনকে একসঙ্গে দেখা করে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করবেন
- দুই ব্যক্তিকে একত্র করে সমাধানে পৌঁছাতে সহায়তা করুন

১৪. বন্ধুদের একটি দলে, আপনি কী করেন :

- প্রত্যেকের কথা শোনার মাধ্যমে সংযুক্ত থাকেন
- অন্যদের ধারণা শুনতে ও জানতে চেষ্টা করেন
- নিজের মতামত প্রদান করেন

স্কোরিং করণ নিজেৰ

প্রশ্ন	নির্দেশনামূলক নেতৃত্ব	পরামর্শমূলক নেতৃত্ব	উন্মুক্ত নেতৃত্ব
১	ক	খ	গ
২	গ	ক	খ
৩	খ	গ	ক
৪	ক	খ	গ
৫	গ	ক	খ
৬	খ	গ	ক
৭	ক	খ	গ
৮	গ	ক	খ
৯	গ	খ	ক
১০	ক	খ	গ
১১	খ	ক	গ
১২	গ	খ	ক
১৩	ক	গ	খ
১৪	গ	ক	খ
মোট			

আমার স্বাভাবিক নেতৃত্বশৈলী হল :

কোন নেতৃত্ব কেমন?

নির্দেশনামূলক নেতৃত্বশৈলী

১. চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে, আপনি স্পষ্ট নির্দেশ ও নিয়মকানুন মেনে কাজ করতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
২. মিটিংয়ে আপনি দ্রুত ও তাড়াতাড়ি দায়িত্ব নেন এবং কাজ শুরু করেন।
৩. আপনি কাজের দায়িত্ব ভাগ করা, সময়সূচি ভাগ করা এবং অগ্রগতি নিরীক্ষণ করা সহজ বলে মনে করেন।
৪. দলের সদস্য বা অধস্তনেরা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে চাইলে আপনি অধৈর্য হয়ে পড়তে পারেন। আপনি আন্তব্যক্তিক চাহিদা পূরণের চেয়ে কাজটি সম্পন্ন করার বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেন।
৫. আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পছন্দ করেন সবকিছু। আপনি পরিস্থিতি বুঝে ধৈর্যশীল আচরণ করেন।

পরামর্শমূলক নেতৃত্বশৈলী

১. আপনার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অন্যদের সঙ্গে ভালো আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরি করা।
২. আপনি দলের সদস্যদের প্রতি খুব সংবেদনশীল।
৩. দলের সদস্যদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার প্রবণতা আছে আপনার।
৪. নানান পরিস্থিতিতে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছানোকে সব সময় গুরুত্ব দেন।
৫. আপনি আন্তব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে দলের সদস্যদের পরিচালনা করেন।

উন্মুক্ত নেতৃত্ব

১. চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে আপনি আপনার দলের সদস্যদের স্বাধীনতার বিষয়কে আগে গুরুত্ব দেন।
২. আপনি দলের দুর্বল সদস্যদের সহনশীলভাবে গ্রহণ করে তাদের তৈরি করেন।
৩. আপনার কাছে সেরা দিনটি হলো, যে দিন আপনি আপনার বেশির ভাগ সময় নানান কাজে ব্যয় করেন।